ডাঃ নীলমনি ঘটক

হোমিওপ্যাথিক
মেটিরিয়া মেডিকা
১ম,২য়,৩য় খন্ড একত্রে

সূচীপত্র

অধ্যায়	পর্ব/বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম পর্ব **প্রাথমিক পরিচয় পর্ব**	
প্রথম অধ্যায়	হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার জন্মবৃত্তান্ত	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা প্রস্তুত করণ পদ্ধতি	১২
তৃতীয় অধ্যায়	মেটেরিয়া মেডিকার ক্রমবিবর্তন ও শ্রেণীবিভাগ	১৪
চতুর্থ অধ্যায়	হোমিওপ্যাথিক ভেষজ জগৎ	১৭
পঞ্চম অধ্যায়	হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার বৈশিষ্ট্য	২০
ষষ্ট অধ্যায়	হোমিওপ্যাথিক দর্শন ও হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা	২৩
সপ্তম অধ্যায়	নিজস্ব মেটেরিয়া মেডিকা প্রস্তুত করণ	২৫
অষ্টম অধ্যায়	ওষুধের স্বাতন্ত্র্যের উদ্‌ঘাটন এবং সজীব প্রতিকৃতি অঙ্কন	২৭
নবম অধ্যায়	রোগীতে ওষুধের প্রতিমূর্তি পর্যবেক্ষণ	৩১

দ্বিতীয় পর্ব
হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা জগৎ

ওষুধের নাম	পৃষ্ঠা	ওষুধের নাম	পৃষ্ঠা
একোনাইট নেপিলাস	৩৪	কার্বো এনিমেলিস	৮৪
এগারিকাস	৩৭	কার্বোভেজ	৮৭
এনাকার্ডিয়াম	৪১	কার্সিনোসিন	৯১
এন্টিম ক্রুড	৪৪	কষ্টিকাম	৯৭
এন্টিমটার্ট	৪৭	চায়না	১০১
এপিস মেল	৫০	ডাল্কামারা	১০৪
আর্জেন্টাম মেটালিকাম	৫৩	জেলসিমিয়াম	১০৭
আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	৫৬	গ্রাফাইটিস	১১০
আর্নিকা মন্টানা	৫৯	হিপার সালফার	১১৩
আর্সেনিকাম এল্বাম	৬৩	ইগ্নোসিয়া আমেরা	১১৭
অরাম মেটালিকাম	৬৮	ক্যালিকার্বনিকাস	১২২
বেলেডোনা	৭১	ক্যালিবাইক্রমিকাম	১২৭
ব্রায়োনিয়া এল্বাম	৭৪	ক্যালিব্রোমেটাম	১৩০
ক্যালকেরিয়া কার্ব	৭৭	ক্যালি আয়োড	১৩৩
ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা	৮১	ল্যাকেসিস	১৩৭

ওষুধের নাম	পৃষ্ঠা	ওষুধের নাম	পৃষ্ঠা
লিডাম	১৪১	সোরিণাম	১৮৭
লাইকোপডিয়াম	১৪৩	পালসেটিলা	১৯০
মেডোরিণাম	১৪৭	রাসটক্স	১৯৫
মার্কসল	১৫২	রুটা	২০০
নেট্রাম মিউর	১৫৭	সিপিয়া	২০২
নেট্রাম সালফ	১৬৩	সাইলিসিয়া	২০৫
নাইট্রিক এসিড	১৬৬	স্টেফিসেগ্রিয়া	২০৯
নাক্স ভমিকা	১৬৯	সালফার	২১৩
প্যালাডিয়াম	১৭৪	সিফিলিনাম	২২০
ফসফরাস	১৭৬	টিউবারকুলিনাম/ব্যাসিলিনাম	২২৩
প্লাটিনা	১৮১	থুজা	২২৮
প্লাম্বাম মেটালিকাম	১৮৪	জিঙ্কাম মেটালিকাম	২৩২

তৃতীয় পর্ব
আমাদের জগতে মেটেরিয়া মেডিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিয়ে বাড়ির অভিজ্ঞতা	২৩৭
একটি ওষুধের আত্মকাহিনী	২৪০
এ্যসিডের মুক্তোমালা	২৪২
মেহেন্দিওয়ালা	২৪৪
বাসে হল দেখা	২৪৬
আসছে বছর আবার হবে	২৪৭
দুই দম্পতির কথা	২৫১
সোনারূপার সংসার	২৫৪
নেট্রাম পরিবার	২৫৭

চতুর্থ পর্ব
আমাদের দৈনন্দিন চিকিৎসক জীবনে মেটেরিয়া মেডিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
এক ধোপা রমনীর কাহিনী	২৬১
হুপিং কাশির মহামারী	২৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
এক মুমূর্ষু শিশুরোগী	২৬২
এক অথর্ব যুবতীর কথা	২৬৩
এক যন্ত্রনা কাতরপ্রায় রোগী	২৬৪
একদিন প্রতিদিন	২৬৫
হোমিওপ্যাথির আরেক নাম নতুন জীবন	২৬৫
এক পক্ষ্যাঘাত গ্রস্ত যুবক	২৬৭
এক সন্তানহীনা নারীর কাহিনী	২৬৭
এই দেহ, এই মন	২৬৮
জীবন জিজ্ঞাসা	২৬৯
মানুষ বড় অসহায়	২৭০
এক বোবা কালা শিশু	২৭২
উপসংহার— লহ প্রণাম	২৭৩

পঞ্চম পর্ব
পরিশিষ্ট-১
কয়েকটি ওষুধের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অ্যাব্রোটেনাম	২৭৬
এলো সকোট্রিনা	২৭৬
ব্যাপটিসিয়া	২৭৭
ব্যারাইটা কার্ব	২৭৮
বেলিস পিরেনিজ	২৭৯
কলচিকাম	২৮১
ডিজিটেলিস	২৮২
ড্রসেরা	২৮৩
ইপিকাক	২৮৪
ক্রিয়োজোট	২৮৫
পডোফাইলাম	২৮৬
ভেরেট্রামএল্বাম	২৮৭

■ প্রথম অধ্যায় ■

হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার জন্মবৃত্তান্ত

যুগে যুগে এই পৃথিবীতে এমন কিছু মহামানবের আবির্ভাব ঘটে যাঁদের জীবন ও জীবনদর্শন ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবত্মাক পরিবর্তন ঘটায় এবং মানবসভ্যতা প্রগতি ও কল্যাণের পথ ধরে এগিয়ে চলে। স্যামুয়েল ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেজারিক হ্যানিমান এমনই এক মহাবিপ্লবী যুগবতার। অসাধারণ প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অধিকারী হ্যানিম্যানের স্বপ্নছিল চিকিৎসা শাস্ত্রের মাধ্যমে রোগার্ত মানুষের সেবাকরা এবং তদ্বারা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে রক্ষাকরে এ জীবন সার্থক করা। এই উদ্দেশ্যেই চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর এনলার্জেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। অচিরেই তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু এই চিকিৎসা ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণাম দেখে তিনি শিহরিত হয়ে ওঠেন। এতে কোনো রোগই প্রকৃতপক্ষে আরোগ্য হয়না। যে কোন ভাবে রোগ প্রশমিত করা বা চাপা দেওয়াই এর প্রধান লক্ষ্য। একটি রোগে অজস্র ওষুধের সংমিশ্রন প্রয়োগ করা ছাড়াও রক্তমোক্ষণের জন্য শিরাকাটা, জোঁক লাগানো প্রভৃতি অমানবিক পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। এক কথায় রোগ হলে রোগী ধনে প্রাণে শেষ হয়ে যেত। অন্যদিকে ওষুধ ব্যবসায়ীরা ফুলে ফেঁপে উঠত। কাজেই চিকিৎসার নামে মানুষের ভয়াবহ অনিষ্ট সধানকরা থেকে অব্যাহতি পেতে তিনি এই চিকিৎসা প্রথা পরিত্যাগ করেন।

কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেলেন না। করুণাময় ভগবানের এমন অভিপ্রায় থাকতেই পারেনা যে তাঁর সন্তান রোগাক্রান্ত হয়ে যন্ত্রনায় অসহায়ভাবে অর্তনাদ করবে অথচ তার দ্রুত, স্থায়ী ও নির্মল আরোগ্য বিধানের নিমিত্ত কোনো সহজ সরল শাস্বত পথ নেই। তাহলে কি সেই পথ?

সেই মহাসত্যের অনুসন্ধানে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি দেশবিদেশের চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন শাস্ত্রের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। বহুভাষাবিদ হ্যানিম্যান তখন দেশবিদেশের বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ করে জীবন নির্বাহ করছিলেন। এমনিভাবে দশ বছর কেটে গেল। এল ১৭৯০ সাল। চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে এই সালটি বিশেষ স্মরণীয়।

প্রকৃতিরাজ্যে অহরত কত ঘটনাই না ঘটে। কিন্তুসত্য সন্ধানী বিজ্ঞানীর চোখে কোনো সাধারণ ঘটনা অসীম ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয় যা মানুষের চিন্তাজগতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটায়। গাছ থেকে আপেল পড়া এক সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু নিউটনের নিকট এই সাধারণ ঘটনাই অসীম ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং মধ্যাকর্ষণ শক্তির নীতি আবিস্কৃত হয় এবং পদার্থবিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এমনি এক ঘটনা হ্যানিম্যানের জীবনে ঘটে। তিনি তখন চিকিৎসাবিজ্ঞানী উইলিয়াম কালেনের (Willium Cullen) বিখ্যাত মেটেরিয়া মেডিকা বইটি ইংরাজী থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করছিলেন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে সিঙ্কোনা কম্পজ্বরের (ague) মহৌষধ বলে উল্লেখ করা আছে এবং এও উল্লেখ করা আছে যে সিঙ্কোনার তিক্ততার জন্যই এই আরোগ্যক্রিয়া সাধিত হয়। কিন্তু

হ্যানিম্যান কালেনের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। অনেক ওষুধেইতো তিক্ততা আছে কিন্তু সেগুলোতো কম্পজ্বর সারাতে পারেনা। তিনি তখন এর সত্যতা যাচাই করার জন্য সিঙ্কোনা অধিকমাত্রায় সেবন করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কম্পজ্বরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি তখন ঐ সিঙ্কোনার রসই ক্ষুদ্রমাত্রায় সেবন করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর কম্পজ্বর অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। আবার পরীক্ষা করলেন। একই ঘটনা ঘটল।

হ্যানিম্যানের মনে হল, তবে কি সিঙ্কোনার জ্বর উৎপাদন করার ক্ষমতাই তার জ্বর নিরাময়ের ক্ষমতা? তিনি তখন পৃথিবীর বিভিন্নদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখিত বিশেষ বিশেষ রোগের বিশেষ আরোগ্য দায়ক ওষুধগুলোর তালিকা প্রনয়ন করেন এবং সেগুলো নিজের এবং তাঁর কিছু নিকট জনের উপর পরীক্ষা করেন। সকল ক্ষেত্রে একই সত্য উন্মোচিত হল, ভেষজের অন্তর্নিহিত রোগেৎপাদিকা শক্তিই তার আরোগ্যকারী শক্তি। যে ভেষজ যে রোগ সৃষ্টি করতে পারে সেই ভেষজই সেই রোগ আরোগ্য করতে পারে (That which causes cures)।

দীর্ঘ ছ' বছর ধরে এবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, বিশুদ্ধ পরীক্ষা এবং সংস্কারমুক্ত পর্যবেক্ষণ এবং লিপিবদ্ধ করার পর হ্যানিম্যান সেই মহাসত্য সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হ্যানিম্যান উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ রোগারোগ্যের শাশ্বত পথের সন্ধান আমি জেনেছি। সে পথ হল সাদৃশ্যের পথ। যে ভেষজ সুস্থদেহে যে রোগ সৃষ্টি করতে পারে সেই ভেষজ সেই ধরণের রোগই আরোগ্য করতে সক্ষম Similia Similibus Curentur, রোগের নির্মল আরোগ্য বিধানের নিমিত্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন একটি ওষুধ নির্বাচন করতে হবে যার সেই ধরণের রোগ উৎপাদন করার ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ আরোগ্য বিধানের প্রাথমিক শর্ত হল, প্রতিটি ভেষজের রোগোৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ এবং বিশ্বস্ত তথ্য সংগ্রহ করা। আর এ কাজ করা সম্ভব কেবল মাত্র সুস্থমানুষের উপর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। হ্যানিম্যান এই দুরহ কাজটি শুরু করেন। ১৭৯০ সালে সিঙ্কোনা পরীক্ষার মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়ার জন্ম হয় এবং সিঙ্কোনা বা চায়না হল প্রথম হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। তারপর বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন ওষুধের পরীক্ষামূলক বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করতে থাকেন। ২০১১ সালে হ্যানিম্যানের মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তারপর বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত মেটেরিয়া মেডিকার বিভিন্নধারায় বিকাশ ঘটতে থাকে এবং ভবিষ্যতেও এই বিকাশধারা অব্যহত থাকবে। হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা হল ভেষজের রোগাৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা প্রথম আবিস্কৃত হয়, পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি, অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মত প্রথম চিকিৎসা পদ্ধতি পরে মেটেরিয়া মেডিকা আবিস্কৃত হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি

রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ওষুধই আমাদের প্রধান হাতিয়ার। কাজেই অস্ত্রের বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের যথাযথ জ্ঞানথাকা অবশ্য কর্তব্য। কোন রোগীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেই ওষুধই প্রয়োগ করতে হবে যার সুস্থদেহে সেই ধরনের রোগসৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতাই রোগ আরোগ্যকারী ক্ষমতা। ওষুধের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা জানা যায় সুস্থদেহে এর গুণাগুণ পরীক্ষার মাধ্যমে। একে ড্রাগ প্রুভিং (Drug Proving) বলা হয়। হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থ ১০৫ থেকে ১৪৫ অনুচ্ছেদে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ওষুধ পরীক্ষণের প্রধান শর্ত হল ঃ

১. সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের ওপর পরীক্ষা করতে হবে। ইঁদুর, গিনিপিগ প্রভৃতি মনুষ্যেত্তর প্রাণীর ওপর এই পরীক্ষা চলবে না।

২. পরীক্ষাণীয় ওষুধটি বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে।

৩. পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষাকারীর খাদ্য ও পানীয় সাধারণ হবে এবং এমন কিছু গ্রহণ করা যাবে না যাতে কোনো দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

৪. পরীক্ষাকারী বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল ও সত্যনিষ্ট হবে।

৫. স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের উপর পরীক্ষা করতে হবে।

৬. ক্ষুদ্রমাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

৭. বিভিন্ন লোকের ওপর পরীক্ষা করে ওষুধের গুণাগুণের যথার্থতা যাচাই করতে হবে।

৮. ওষুধ পরীক্ষালব্ধ লক্ষণ পরীক্ষাকারীর শরীর ও মনে যখন যেমন ভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে তিনি তখন সেগুলো তাঁর নিজস্ব ভাষায় লিখে রাখবেন।

৯. তদন্তকারী চিকিৎসক সেগুলো বারবার জিজ্ঞাসা করে প্রত্যেকটি লক্ষণের যথার্থতা যাচাই করে নেবেন।

১০. এরপর এসব লক্ষণগুলো শরীরের গঠন প্রণালী (anatomical order) অনুযায়ী (অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত) লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১১. আত্মহত্যা বা অন্যকে হত্যা করার জন্য কিংবা ভুলবশত ভেষজ দ্রব্য সমূহ অধিকমাত্রায় গ্রহণ করার জন্য যে সকল লক্ষণসমূহ উৎপন্ন হয় বলে toxicology শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে হ্যানিম্যানের ওষুধ পরীক্ষালব্ধ লক্ষণগুলোর সঙ্গেও তাও হুবহু মিল পাওয়া গেছে বলে হ্যানিম্যান উল্লেখ করেছেন।

১২. চিকিৎসক নিজের দেহেও এ সকল ওষুধের পরীক্ষা করবেন।

এভাবে হ্যানিম্যান বহু সংখ্যক একক পরীক্ষালব্ধ প্রকৃত বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য লক্ষণাবলী সহজ, সরল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ করে যে অমর গ্রন্থটি রচনা করেন তারই নাম মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা।

পরবর্তীকালে এর সঙ্গে ক্লিনিকেল লক্ষণ (clinical symptoms) যুক্ত হয়। ক্লিনিকেল লক্ষণ হল সে সকল লক্ষণ যেগুলি ড্রাগ প্রুভিং এ পাওয়া যায়নি, কিন্তু রোগীচিকিৎসায় তাদের যথার্থতা বারবার সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ফসফরাসের একটি বৈশিষ্টজ্ঞাপক লক্ষণ উল্লেখকরা যেতে পারে। এটি লিপি প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন। লক্ষণটি হল, ঠান্ডা জল পেটে গিয়ে গরম হওয়ামাত্র বমি হয়ে যাওয়া।

এভাবে সারাবিশ্বে শতশত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দ্বারা ওষুধের যাবতীয় লক্ষণ সংগ্রহ বিশ্লেষণ এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন ধরণের হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা রচিত হতে লাগল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এই সুদীর্ঘ ২০০ বছরের মধ্যে কোন ওষুধের কোনো লক্ষণ ভুল বলে প্রমাণিত হয়নি। অধিকন্তু হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা গুণগতমান, ক্রিয়াপরিধি এবং ওষুধের সংখ্যায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হতে থাকে।

Allen এর Encyclopedia of Pure Materia Medica ১০ খন্ডে এবং Hering এর Guiding symptoms ১০ খন্ডে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে নতুন নতুন তথ্যনিয়ে এবং নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধরণের মেটেরিয়া মেডিকা রচিত হতে থাকে। তাতে হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা কেবল মাত্র যে ওষুধের এক মহামূল্যবান তথ্যভান্ডার হয়ে ওঠল তা নয় এক উন্নত চিকিৎসা সাহিত্যেও পরিণত হল।